যুগান্তর

ইবিতে ৫ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যেতে পারে

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন হিসাব চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। আগামী মাস থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার ফলে এই ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সংঘঠিত সংঘর্ষ, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত ক্ষতি হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ঘাটতির চরম অবস্থার নেপথ্যে রয়েছে ক্রমপুঞ্জিভূত রেভিনিউ বাজেট ঘাটতি। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ সাল পর্যন্ত এ খাতে ৩ কোটি ৭৭ লাখ ৫ হাজার টাকা ঘাটতি হয়েছে। চলতি ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ না পেলে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা। ইতিমধ্যেই হিসাব পরিচালকের দফতর থেকে বিভাগীয় অফিসগুলোয় ব্যয় কমানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে এ বছরও ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ঘাটতি হবে। লাইব্রেরি উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। এদিকে উন্নয়ন খাতের প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় বিজ্ঞান অনুষদের ৬টি শিক্ষা বিভাগের ১২৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে রেভিনিউ বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। তাদের বেতনের টাকা ইউজিসি থেকে না পাওয়ায় আইডিবি প্রকল্পের ফান্ড থেকে ১ কোটি টাকা ধার করে পরিশোধ করা হয়। এ বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মঞ্জুরি কমিশন অবহিত থাকলেও ইউজিসি আজ পর্যন্ত এই টাকা প্রদান করেনি। এদিকে বেতন বন্ধ হওয়ার আশংকায় দরিদ্র কর্মচারীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।